গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

আইন অধিশাখা

19 JUL 2020

প্রজ্ঞাপন (খসড়া)

'জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান নির্দেশিকা (Guidelines), ২০১৯' এর অধিকতর কার্যকারীতার উদ্দেশে উহার কতিপয় অনুচ্ছেদের নিম্নরূপ সংশোধনী নির্দেশক্রমে জারি করা হলো-

(ক) প্রথম অনুচ্ছেদের ১০ নং লাইনে 'রাজস্ব বাজেটে' এর পরে '৪৮১৮ নিবন্ধন ফি' শব্দাবলী 'Registration fee, নিবন্ধন ফি' দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।

(খ) উপ-অনুচ্ছেদ ৩.২তে প্রথম লাইনে 'সরকারি মালিকানাধীন প্রাকৃতিক' শব্দাবলী অবলুপ্ত হবে এবং দ্বিতীয় লাইনে 'হ্রদ' এর পরে 'খাল, বিল, পুকুর' শব্দসমূহ সন্নিবেশিত হবে।

(গ) উপ-অনুচ্ছেদ ৩.৫তে প্রথম লাইনে 'অনুচ্ছেদ ৮', 'অনুচ্ছেদ ৯' দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।

(ঘ) উপ-অনুচ্ছেদ ৩.৭তে প্রথম লাইনে 'অনুচ্ছেদ ৮(১)', 'অনুচ্ছেদ ১১' দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।

(ঙ) অনুচ্ছেদ ৫.০তে 'বাংলাদেশের' পরে 'প্রাকৃতিক' শব্দ অবলুপ্ত হবে।

(চ) ৬.৪ উপ-অনুচ্ছেদে 'এবং' এর পরে 'উপজেলা কমিটির' শব্দসমূহ 'জেলে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের' শব্দাবলী দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে এবং শেষের লাইনে 'জেলা মৎস্য কর্মকর্তার' শব্দসমূহ 'সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা' দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে এবং অনুচ্ছেদ

৬.৪ এর পরে নিম্নরূপ ৬.৫ উপ-অনুচ্ছেদ যুক্ত হইবে।

'৬.৫. জেলেদের পরিচয় পত্রের মেয়াদ ইস্যুর তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) বৎসরের বেশি হইবে না, তবে এই নির্দেশমালা জারির পূর্বে ইস্যুকৃত পরিচয়পত্রের মেয়াদ ৩০ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে মেয়াদ শেষ হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।'

(ছ) অনুচ্ছেদ ৬ এর পরে নিম্নরূপ ৬ক অনুচ্ছেদ যুক্ত হইবে।

৬ক. জেলেদের পরিচয়পত্র পুণ: ইস্যু ও নিবন্ধন বাতিল ইত্যাদি:

'৬ক.১ মেয়াদ উত্তীর্ণের ৩ (তিন) মাস পূর্বে নির্ধারিত ফরমে জেলেদের পরিচয়পত্র পুণ: ইস্যুর জন্য অনুচ্ছেদ ৭ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে কার্ডধারী জেলে আবেদন করিতে পারিবেন।

৬ক.২ কোন জেলে পেশা পরিবর্তন বা অন্য কোন যৌক্তিক কারণে কার্ডধারী জেলেদের ডাটাবেজ হইতে নিজ নাম বাতিলের জন্য স্ব-উদ্যোগে জেলে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট পরিচয়পত্রসহ আবেদন দাখিল করিলে বা কোন ব্যক্তির অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্তক্রমে বা সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য অফিসার এর নিকট যৌক্তিক কারণে এই নির্দেশিকার ৬.২ অনুচ্ছেদ অনুসারে জেলে হিসাবে গণ্য হইবার অযোগ্য হইলে তিনি জেলে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট এই বিষয়ে প্রতিবেদন পেশ করিবেন এবং জেলে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ উক্ত জেলের নিবন্ধন বাতিল করিবার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

৬ক.৩ গৃহীত সিদ্ধান্তসহ সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য অফিসার সংশ্লিষ্ট জেলা মৎস্য অফিসারকে অবহিত করিয়া মহাপরিচালককে বর্ণিত জেলের নিবন্ধন বাতিল করিবার জন্য অনুরোধ করিবেন এবং মহাপরিচালক নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র বাতিল ঘোষণা করিয়া বিজ্ঞপ্তি জারি করিবেন ও ডাটাবেজ হালনাগাদ করিবার ব্যবস্থা গ্রহন করিবেন।

৬ক.৪ সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য অফিসার বাতিলকৃত পরিচয়পত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে উদ্ধার বা আটকের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৬ক.৫ মেয়াদ উত্তীর্ণ বা বাতিলকৃত পরিচয়পত্রধারী এই নির্দেশমালার অধীন জেলে হিসাবে গণ্য হইবেন না এবং জেলেদের জন্য সরকারী কোন প্রণোদনা বা সহায়তা প্রাপ্তির জন্য যোগ্য হইবেন না এবং সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য অফিসার এইরূপ মেয়াদ উত্তীর্ণ বা বাতিল কোন পরিচয়পত্র আটক করিতে পারিবেন'।

(জ) উপ-অনুচ্ছেদ ৭.৩তে এবং ৭.৪তে উপজেলা পর্যায়ে জেলে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান কমিটি' শব্দসমূহ 'জেলে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ' শব্দাবলী দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে এবং উপ- অনুচ্ছেদ ৭.৫ এর পরে নিম্নরূপ ৭.৬ উপ-অনুচ্ছেদ হবে।

'৭.৬ জেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ সার্বিকভাবে জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করিবেন'।

(ঝ) অনুচ্ছেদ ৮.১ এ দ্বিতীয় লাইনে 'প্রতিবৎসর' এর পরে 'জুলাই হইতে ডিসেম্বরের' এর পরিবর্তে 'জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বরের মধ্যে' হবে।

(ঞ) অনুচ্ছেদ ১০.০ তে '৬' এর পরে নিম্নরূপ 'চ' উপ অনুচ্ছেদ হবে।

'(চ) তথ্য সংগ্রহকারী মনোনয়ন প্রদান'।

(ট) অনুচ্ছেদ ১১.০ আবেদন ফর্মে ছকে 'জেলে নিবন্ধন ফর্ম' এর নিচের সারিতে 'ফর্ম নং-' ও '(লিখে পূরণ করুন বা টিক চিহ্ন দিন)' শব্দসমূহ সন্নিবেশিত হবে এবং ২১ নং ক্রমিকে 'ভূমি' শব্দের পূর্বে 'প্লাবন' শব্দ বসবে এবং ফর্মের শেষে 'তথ্য প্রদানকারীর' শব্দ 'আবেদনকারী' দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।

(ঠ) অনুচ্ছেদ ১২.০ তে জেলে পরিচয় পত্র ফর্ম এ FISHERMAN ID CARD এ 'Date of issue: .... ' এর পরে 'Date of expiry------' বসবে এবং `propetry ' শব্দটি 'property' দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।

(ঞ) অনুচ্ছেদ ১৩.৫ এর এর পরে নিম্নরূপ উপ-অনুচ্ছেদসমুহ সংযুক্ত হইবে-

'১৩.৬ এই নির্দেশিকায় যাহা কিছুই বলা থাকুক না কেন, সরকার জনস্বার্থে কারণ দর্শানো ছাড়াই যে কোন জেলের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র বাতিল করিতে পারিবে।

১৩.৭ এই নির্দেশিকার পরিবর্তন, পরিমার্জন অথবা সংশোধনের যে-কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার সরকার সংরক্ষণ করিবে এবং অনুরূপ সিদ্ধান্ত প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করিতে পারিবে।

১৩.৮ এইরূপ জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের উল্লিখিত সিদ্ধান্ত নির্দেশিকার অংশ হিসাবে গণ্য হইবে। এই উপ-অনুচ্ছেদের সংশোধনী অন্তর্ভুক্তের পূর্বে সরকার কোন সংশোধন আনয়ন করিলে তাহা এই উপ-অনুচ্ছদদের অধীন আনয়ন করা হইয়াছে মর্মে গন্য হইবে।

১৩.৯ এই নির্দেশিকার কোন বিষয় অস্পষ্ট থাকিলে তাহা সরকার প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে স্পষ্টীকরণ করিতে পারিবে এবং সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।'

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(মোঃ হামিদুর রহমান)
যুগ্মসচিব
☏- ৯৫৭৬৩৫৭
ds_law@mofl.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রানিসম্পদ মন্ত্রণালয়
আইন অধিশাখা

নং-৩৩.০২.০০০০.১৪৭.০৮.০৪২.১৭(অংশ-১)-২৪৭

তারিখঃ ৩১ আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
১৫ জুলাই ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

উপরি উক্ত খসড়া সংশোধনী প্রস্তাব সম্পর্কে কারো কোন আপত্তি বা পরামর্শ থাকলে উক্ত আপত্তি বা পরামর্শ লিখিতভাবে আগামী ১১/০৮/২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখের মধ্যে ই-মেইল বা হার্ড কপিতে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল। উল্লেখ যে, মূল নির্দেশিকার পিডিএফ কপি www.mofl.gov.bd ও www.fisheries.gov.bd হতে সংগ্রহ করা যাবে। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে এ বিষয়ে কোন আপত্তি বা পরামর্শ প্রাপ্ত না হইলে উক্তরূপ সংশোধনীসমূহ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১. মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা (মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রদর্শনের অনুরোধসহ)।
২. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা/ খুলনা বিভাগ, খুলনা/রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী/সিলেট বিভাগ, সিলেট/ ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ/ রংপুর বিভাগ, রংপুর/ চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম/ বরিশাল বিভাগ, বরিশাল।
৩. মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সচিবের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. সিস্টেম এনালিস্ট, মৎস্য ও প্রানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। এ খসড়া প্রজ্ঞাপনটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহনের অনুরোধসহ।
৬. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রানিসম্পদ মন্ত্রণালয় [অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।

(মোঃ হামিদুর রহমান) ১৫।৭।২০২০
যুগ্মসচিব